OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 697 - 704
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 697 - 704
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শনে জাতীয়তাবাদী ধারণা

নিবেদিতা দেবনথ
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজ, সিঙ্গুর, হুগলি
Email ID : debnathnibedita2024@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Bankimchandra, Nationalism, Patriotism, Society, Swadeshi movement, Anandmath, Bangadarshan, Dharmatattwa.

Abstract

The concept of Swadesh (homeland) has evolved significantly over time. In ancient and medieval periods, it did not carry the same nationalistic meaning as it does today. During monarchical rule, a ruler's domain was considered Swadesh, and the subjects' loyalty was directed toward their king rather than a collective nation. The idea of patriotism, in the modern sense, was absent. People fought to defend their ruler's territory, but their allegiance was personal rather than ideological. Unlike Bhagat Singh, who fought for an independent nation, the warriors of Shivaji or Rana Pratap were loyal to their respective rulers, not to a broader nationalist cause.

The transformation of Swadesh into a concept of national identity gained momentum after the French Revolution, which led to the decline of monarchy and the rise of democracy. This shift redefined sovereignty, placing power in the hands of the people instead of a single ruler. Nationalism emerged as a psychological and ideological force, fostering a deep sense of allegiance to one's homeland. As these ideas spread across the world, they also influenced India and Bengal.

In Bengal, literature played a crucial role in shaping nationalist consciousness. Poets, philosophers, and novelists introduced and reinforced the idea of Swadesh through their works. Bankim Chandra Chattopadhyay was a key figure in this intellectual movement. His writings reflected the transition from loyalty to a king toward a broader sense of national identity. His novels and essays not only depicted patriotism but also provided a philosophical foundation for nationalism in Bengal.

This research paper explores the rise and evolution of nationalism in Bengali society from a socio-philosophical perspective. By analysing Bankim Chandra's works, it examines how he conceptualized Swadesh and contributed to the nationalist discourse. Through this study, we gain insight into the intellectual and cultural shifts that shaped the nationalist movement in Bengal and India.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 697 - 704
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলা ভাষায় স্বাধীনতার ধারণাটি ক্রমশ বিকশিত হতে শুরু করে। যদিও প্রথম দিকে স্বাধীনতার ধারণাটি ছিল মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ফরাসি বিপ্লবের পর থেকেই ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে এই স্বাদেশিকতার ধারণাটি বিকাশ লাভ করে। স্বদেশচেতনা, স্বদেশপ্রীতি, স্বজাত্যবোধ প্রভৃতি শব্দগুলিকে উনবিংশ শতাব্দীর ফসল বলা যেতে পারে। আধুনিক ভারতবর্ষের স্বদেশচেতনার আন্দোলন প্রথম শুরু হয় ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে এবং ধর্মীয় সংস্কারবিরোধী বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে। ভারতবাসীর এই প্রয়াসই উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণার জন্মভূমি বা উৎস স্থল ধরা হয়ে থাকে উনবিংশ শতকের বাংলাকে। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ক্রমে সংগঠিত হতে থাকে স্বাধীনতা সংগ্রাম। ভারতবর্ষ তথা বাংলার সমাজেও অনুপ্রবেশ ঘটে জাতীয়তাবাদ এর। ভারতবর্ষ তখন ব্রিটিশ সরকারের অধীনে। বাঙালি, মূলত হিন্দু উচ্চবিত্ত সমাজ ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হতে শুরু করে। এই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে তারা পরিচিত হয় সমগ্র বিশ্বের সাথে। তাদের আন্দোলন, চিন্তাভাবনা, স্বাদেশিকতা ইত্যাদি প্রভাব ফেলতে শুরু করে বাংলায়। তৎকালীন গান, কবিতা, নাটক, উপন্যাস বা সংবাদপত্রের হাত ধরে সাধারণ জনগনের কাছে পৌঁছয় এই ধারণা। লেখক তার ক্ষুরধার লেখনীর মধ্যে দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে তখনকার শিক্ষিত সমাজকে। যা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে সমাজের প্রতিটি স্তরে। কাজেই বলা যায় বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী ধারণা এসেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরেই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ বণিকদের শাসন ও নামে মাত্র নবাব শাসকদের লোভ-লালসায় বাংলার জনজীবন যখন গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত, সেই দুর্দিনে কিছু কবি নতুন গানের শাখা গড়ে তোলেন, যা টপ্পা গান হিসাবে পরিচিত। এই টপ্পা গানের বিখ্যাত গীতিকার রামনিধি গুপ্ত ওরফে নিধু বাবুর রচনার মধ্যে আমরা সর্বপ্রথম স্বদেশী ভাষার প্রতি প্রেমের ছায়া দেখতে পাই। তাঁর রচনায় স্বদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসার যে য সুর বেজেছিল পরবর্তীকালে কবিদের রচনায় তাই আরো পূর্ণাঙ্গ ও পরিণত রূপে পরিস্ফুটে হয়েছিল। স্বদেশী ভাষার প্রতি ভালোবাসায় কবি গেয়ে উঠেছেন, -

"নানান্ দেশে নানান্ ভাসা (ভাষা)
বিনে স্বদেশীয় ভাসে পূরে কি আশা?
কত নদী সরোবর,
কি বা ফল চাতকীর
ধরাজল বিনে কভু
ঘুচে কি ত্রিষা (তৃষা)?"[১]

এর পরবর্তীতে স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় রাজা রামমোহন রায়ের বিভিন্ন লেখার মধ্যে দিয়ে। তিনি বিশ্বাস করতেন পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরেই জনসাধারণের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব। পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই ধর্মের বেড়াজাল পেরিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার উপযুক্ত হয়ে উঠবে তারা। বিভিন্ন দুর্নীতি, অরাজকতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে আন্দোলনে কখনোই পিছুপা হবেন না। বাল্যকাল থেকেই তিনি হিন্দু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে নানা সংস্কার আন্দোলনের পুরোভাগে তাকে দেখতে পাই। তিনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ। ১৮২৩ সালের ১৪ই মার্চ অস্থায়ী গভর্নর জন এডাম সংবাদপত্রের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ জারি করলে তার বিরুদ্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ রামমোহন রায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সুপ্রিম কোর্টে একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। তাঁর ভাষায় করুণা আবেদন ছিল না বরং দেশপ্রেমের গভীরতা ও নির্ভীকতাই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মনে করতেন রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধার জন্য হিন্দু ধর্মের কিছু পরিবর্তন নিতান্ত প্রয়োজন। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর বলিষ্ঠ আন্দোলন ছিল সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন। হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করলেও তিনি কিন্তু কখনোই হিন্দু ধর্ম ছেড়ে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণের কথা ভাবেননি। তাকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে বলা হলে খুবই কঠোর ভাবে তা তিনি নিষেধ করেন। তাঁর মতে এই হিন্দু

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 697 - 704
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ধর্মের সংস্কারের মধ্যে দিয়েই তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করা সম্ভব। ধর্ম পরিবর্তন এর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। শৈশব থেকেই বেদ, উপনিষদ, কোরান, বাইবেল ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠ করার ফলে রামমোহন উপলব্ধি করেন সকল ধর্মের মূল কথা একই। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি একেশ্বরবাদের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা Universal Religion বা সার্বজনীন ধর্ম হিসেবে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ সেই ধর্মের নাম দেন Religion of man।

স্বদেশ চেতনা গড়ে তুলতে তৎকালীন পত্রিকাগুলির অবদানও ছিল অনস্বীকার্য। যেমন সমাচার দর্পণ, বাংলা গেজেট, গসপেল ম্যাগাজিন, ব্রাহ্মণ সেবধি, সম্বাদ কৌমুদী, সংবাদ প্রভাকর ইত্যাদি পত্রিকাগুলি জাতীয়তাবাদী ভাবধারা গঠনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। এইসব পত্রিকায় বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক খবরাখবর, সমালোচনা ইত্যাদি বিষয় প্রকাশিত হওয়ার ফলে বাঙালির মনে স্বজাত্যবোধ ও স্বদেশ চেতনা জাগ্রত হয়।

তবে মনে করা হয় যে, ডিরোজিওর ভাবনাতেই জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের প্রথম সুনির্দিষ্ট প্রকাশ দেখা গিয়েছিল। তাঁর লেখা বিভিন্ন কবিতার মধ্য দিয়ে তৎকালীন যুব সমাজকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। যেমন, -

"My country! In thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is thy glory, where the reverence now?"[২]

তাঁর শিষ্যগোষ্ঠী নব্য বঙ্গ বা Yong Bengal নামে পরিচিত ছিল। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন নবন্দোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রশিদ কৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রশেখর দেব ও তারাপদ চক্রবর্তী প্রমুখেরা ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যারা তার স্বাদেশিকতার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের নবজাগরণের পথিকৃৎ হিসেবে আবির্ভূত হন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতাত্ত্বিক বিষয়, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সমাজ সংস্কার, স্বাদেশিকতা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন রচনা, যা সাধারণ মানুষের উপযোগী সরল ভাষায় রচিত। প্রাচীন বেদান্ত ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। যা ছাত্রদের মধ্যে বেদান্ত শিক্ষার বিস্তার ঘটাবে। তার মতে আমাদের ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষিত করা প্রয়োজন। তিনি প্রাচ্য শিক্ষার উপরেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মের রক্ষার্থে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তার এই ধর্মপ্রীতি, স্বদেশ প্রীতি বা স্বজাতি প্রীতিরই অপর একটি রূপ।

অক্ষয় কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর মহাশয় এর শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্বদেশ ও সংস্কৃতি চিন্তা; প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সাহিত্যসাধনা'; ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকা; রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্য, দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক সমস্তই বাংলাদেশে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং ক্রমে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে আরো সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশের এই জাতীয়তাবাদী আবহে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ২৬শে জুন রাত্রি নটার সময় বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা নৈহাটির কাঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পিতা যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ডেপুটি কালেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা হয় মেদিনীপুরে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে। পরবর্তীকালে হুগলি কলেজে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়ে তিনি ১৮৫৭ সালে বিএ পাস করেন। এরপর ব্রিটিশ প্রশাসনের অধীনে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। সরকারি কর্মচারী হলেও তাঁর ক্ষুরধার লেখনী বঙ্গসমাজের জাতীয়তাবাদী ধারাকে এক অন্যমাত্রায় উন্নীত করে। তিনি একাধারে ছিলেন সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, কবি ও সাংবাদিক। তাঁর লেখা সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল, যা জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আরো বিকশিত করে। কেবল বিনোদনমূলক নয়, তাঁর লেখায় প্রকাশিত হয় দেশপ্রেম, নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন, ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরোধিতা, দর্শন ইত্যাদি, যা বাংলা সাহিত্যকে এক উচ্চমাত্রায় পৌঁছে দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 697 - 704
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "সাহিত্যের মধ্যেও দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়, ধ্যানযোগী ও কর্মযোগী। ধ্যানযোগী একান্তমনে বিরলে ভাবের চর্চা করেন, তাঁহার রচনাগুলি সংসারী লোকের পক্ষে যেন উপরি-পাওনা, যেন যথালাভের মতো। কিন্তু বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিল না, সাহিত্যের যেখানে যাহা-কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কী কাব্য, কী বিজ্ঞান, কী ইতিহাস, কী ধর্মতত্ত্ব, যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন।"[৩]

অতএব বলা যায় সমাজের সাথে জড়িত সব বিষয়েই তার লেখনীতে ফুটে উঠেছে।

উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে তিনি ছিলেন একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি, যাকে জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু পুনর্জাগরণ বা নবজাগরণের অন্যতম দূত হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। ধর্মতত্ত্বে স্বদেশপ্রীতি প্রসঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য মত উদ্ধৃত করে বলেন – "এই জন্য হর্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন 'The life of the social organism must, as an end, rank above the lives of its units'." অর্থাৎ আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশ রক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং এইজন্যই সহস্র সহস্র ব্যক্তি আত্মপ্রাণ বিসর্জন করিয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন।"[৪] দেশ রক্ষা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম। আত্মরক্ষা বা স্বজন রক্ষা আমাদের কর্তব্য হলেও তা সমগ্র দেশের তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, আমাদের পরিবারবর্গ সমাজে সামান্য অংশ। তাই সমুদায়কে সামান্যের জন্য ত্যাগ করা উচিত নয়। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে দেশ রক্ষা আমাদের পরম কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে তার মতবাদে আমরা হিতবাদের বা উপযোগীতাবাদের পরিচয় পাই। হিতবাদের চরম উদ্দেশ্যই হল সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক ভালো। মিল, বেন্থাম, কোৎ প্রমূখ হিতবাদীদের দ্বারা তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। প্রথম জীবনে তারে লেখায় পাশ্চাত্য শিক্ষা, দর্শন ইত্যাদির প্রভাব যেমন পরিলক্ষিত হয় তেমনি পরিণত বয়সে তার লেখায় এক আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ দেখা যায়। ধর্মতত্ত্বে তিনি একদিকে যেমন পাশ্চাত্য হিতবাদের কথা উল্লেখ করেন তেমনি এক চরম আধ্যাত্মিকতারও অবতারণা করেছেন। আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি বলেন আত্মরক্ষার মতো স্বজনরক্ষা বা দেশরক্ষাও ঈশ্বরের আদেশ কেননা 'ইহা সমস্ত জগতে হিতের উপায়'। দেশরক্ষা ঈশ্বর উদ্দিষ্ট কর্ম, তাই আমাদের সকলেরই তা পালন করা উচিত। এই দেশরক্ষা ঈশ্বর নির্দেশিত হওয়ায় তা সহজেই নিষ্কাম কর্মে পরিণত হয়। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত মতবাদে হিতবাদ ও আধ্যাত্মিকতাবাদ, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মতবাদের এক মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হয়। তিনি ধর্মতত্ত্বে বলেন,-

> "যদি স্বদেশরক্ষাও আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার ন্যায় ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম হয়, তবে ইহাও নিষ্কাম কর্ম্মে পরিণত হইতে পারে। ইহা যে আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার অপেক্ষা সহজে নিষ্কাম কর্ম্মে পরিণত হইতে পারে ও হইয়া থাকে, তাহা বোধ করি কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না।"[৫]

পাশ্চাত্য মতের অনুকরণে তিনি স্বদেশপ্রীতি ব্যাখ্যা করা শুরু করলেও পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা থেকে তাঁর মত ছিল সর্বাঙ্গীণভাবে পৃথক। গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন স্বদেশের প্রতি ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ কিরকম। সেই প্রসঙ্গে তিনি ইউরোপীয় Patriotism-এর সমালোচনা করে বলেন –

> "ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পর-সমাজের কারিয়া, ঘরের সমাজে আনিব।"[৬]

কিন্তু তাঁর মতে স্বদেশপ্রীতির প্রকৃত মাপকাঠি হল, -

> "পর-সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া, আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহারেও আপনার সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না।"[৭]

ধর্মতত্ত্বে 'ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ' বলে উল্লেখ করলেও ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ নিজ প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফরাসি বিপ্লবের পর থেকেই জাতীয়তাবাদী ধারণা ক্রমে ক্রমে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। যদিও ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ ছিল রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির সাথে যুক্ত, অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী ধারণা ছিল পুরোপুরি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতায় মোরা। একদিকে ইউরোপীয় আগ্রাসী মনোভাব অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় পাই 'সর্ব্ব লোকে সমদৃষ্টি'। এই ইউরোপীয় দেশপ্রেম ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বদেশপ্রীতির মধ্যে যে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও ধারণাগত প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে একথা স্বীকার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 697 - 704
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করতেই হয় ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে ইউরোপীয় দেশপ্রেমকে খুবই হেয়প্রতিপন্ন করা হলেও, তার লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা। অপরদিকে বঙ্কিমের স্বদেশ প্রেমের লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা দাওয়া ও ধর্মীয় পুনর্জাগরণ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেছেন, -

> "বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বোত্তম দার্শনিক অবদান তাঁহার 'ধর্মতত্ত্ব'।"[৮]

তিনি 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনতা বিষয়ে গভীর ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন। তার লেখনীতে ধর্ম ও জাতীয়তাবোধ অঙ্গাঙ্গী কিভাবে জড়িত ছিল। জাতীয়তাবাদ শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, তাকে ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তির ওপর তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আনন্দমঠে মাতৃভূমি দেবীরূপে পুঁজিতে হয়েছে। এই জাতীয়তাবাদ ও আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধনের চরম প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় আনন্দমঠ উপন্যাসে। এখানে দেশকে 'মা' রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে আর সন্ন্যাসীগণ হলেন তার সন্তান। সন্তানের কাছে যেমন মাতা দেবীরূপে পূজ্য তেমনি সন্ন্যাসী বিদ্রোহে ব্রতী বিদ্রোহীদের কাছে দেশোমাতৃকাও সমানভাবে পূজ্য। ভবানন্দের কথায় আমরা পাই, -

> "আমরা অন্য মা মানি না - জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, - স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের কাছে আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা।"[৯]

মাতৃ মন্ত্রে দীক্ষিত সন্তানদের এই ধারণাই প্রকাশিত হয় 'বন্দেমাতরম্' গানটির মধ্যে দিয়ে। আনন্দমঠ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেম ও ধর্মকে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। ফলে দেশপ্রেম এক নতুন আধ্যাত্মিক ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি নিষ্কাম ধর্মসাধনা ও অনুশীলন তত্ত্বের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। 'সন্তান' নামধারী সন্ন্যাসীদের নিজের জীবন তুচ্ছ করে শত্রুপক্ষের হাত থেকে নিজের দেশকে উদ্ধার করার বীরগাথা প্রতি ছত্রে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় আনন্দমঠ উপন্যাস মাসিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। যার ফলে বাঙালি সমাজে জাতীয়তাবাদের এক চরম রূপ দানা বাঁধতে থাকে। এর প্রভাব এতই গভীর ছিল যে ইংরেজ সরকার অব্দি তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ আনে। আনন্দমঠে যে বন্দেমাতরম মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছিল তা আজও প্রতিটি দেশপ্রেমীর মনে শিহরণ জাগায়। বঙ্কিম পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামেও এই আনন্দমঠ উপন্যাস ও বন্দেমাতারম্ মন্ত্রের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েই বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশমাতার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আত্মবিসর্জন দিয়েছেন।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় 'সাম্য' রচনা কালে তার মধ্যে যে যুক্তিবাদ এর পরিচয় পাওয়া যায় পরবর্তীকালে তিনি তার থেকে অনেকটাই সরে এসেছিলেন। তার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চরম যুক্তিবাদ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে খুব একটা গ্রহণযোগ্য ছিল না। ডিরোজিওপন্থী গণের কথা মাথায় রেখে হয়তো তিনি যৌক্তিকতার ওপর প্রাধান্য না দিয়ে ঐতিহ্য ও ধর্মেই উৎসাহ দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবাদ বলতে যে চরমভাবে ব্রিটিশ বিরোধিতা করেছিলেন তা বলা যায় না বরং ব্রিটিশদের ছত্রছায়ায় একটি স্বাধীন ও রাজনৈতিকভাবে মুক্ত জীবনের কথা বলেছিলেন। M. K. Haldar বলেছেন, -

> "Nationalism for Bankim was not a creed for ousting the British rulers from India; it was a plea play for better conditions of living for his people within the periphery of Hinduism and under the protective umbrella provided by the British rule of the law."[১০]

অতএব তার কাছে কাম্য স্বাধীনতা হলো ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার কাছে সুরক্ষামূলক আশ্রয় ও ভালোভাবে বাঁচার শর্তের জন্য স্বনির্বন্ধ অনুরোধ - একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। তৎকালীন ভারতের প্রত্যেক জাতীয়তাবাদীর সাধারণ ধারণাই এর অনুরুপ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বজাত্যবোধকে শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থের *বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ প্রীতি প্রবন্ধে*,' The Real Father of Indian Nationalism' বলে অভিহিত করেছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 697 - 704
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' প্রবন্ধে Nationality বা Nation বলতে জাতি অর্থ করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে স্বাধীনতা বা Liberty ও স্বতন্ত্রতা বা Independence-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে,-

> "যে রাজ্য পরজাতিপীড়নশূন্য, তাহা স্বাধীন।"[১১]

অতএব রাজা স্বজাতীয় বা পরজাতীয় যাই হোক না কেন যে রাষ্ট্রে প্রজার কল্যাণ সাধিত হয় সেই রাজ্যই স্বাধীন। অর্থাৎ স্বাধীনতার বা রাজনৈতিক মুক্তির শর্তই হল প্রজাদের কল্যাণ সাধন। মানুষের কল্যাণের থেকে কোন কিছুই বেশি উপযোগী নয়। তিনি বলেন, -

> "আমরা পরাধীন জাতি - অনেক কাল পরাধীন থাকিব - সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের কেবল ইহাই উদ্দেশ্য যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হেতু তদ্বাসিগণ সাধারণতঃ আধুনিক ভারতীয় প্রজাদিগের অপেক্ষা সুখী ছিল কি না? আমরা এই মীমাংসা করিয়াছি যে, আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে।"[১২]

বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে দেশচিন্তার প্রকাশ দেখা গেলেও 'মৃণালিনী' উপন্যাসেই প্রথম স্বদেশ প্রেমের প্রকাশ দেখতে পাই। তিনি মনে করতেন বাঙালি যদি তার ইতিহাসকে না জানে তবে কখনোই তার মধ্যে স্বদেশ চেতনা বিকশিত হবে না। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বা বাঙালি মনে স্বদেশচেতনা জাগ্রত করার জন্য প্রয়োজন বাংলার গৌরবময় ইতিহাসকে জনসমক্ষে তুলে ধরা। কিন্তু বাংলা ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে তিনি পদে পদে ইতিহাস সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের অভাব অনুভব করেছেন। তাই আক্ষেপের সুরে 'বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' নামক প্রবন্ধে বলেন, -

> "যে জাতির পূর্বমাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্যরক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। ক্রেসী ও আজিনকুরের স্মৃতির ফল ব্লেনহিম ও ওয়াটর্লু-ইতালি অধঃপতিত হইয়াও পুনরুত্থিত হইয়াছে। বাঙালী আজকাল বড়ো হইতে চায়, - হায়! বাঙালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই? বাংলার ইতিহাস চাই। নাহিলে বাঙালী কখন মানুষ হইবে না।"[১৩]

বস্তুত মৃণালিনী উপন্যাসের পটভূমি ছিল বখতিয়ার খিলজী দ্বারা গৌড়রাজ লক্ষণ সেনের পরাজয়। মনে করা হয়, এই সময়কার ইতিহাস জানার জন্য তাঁর কাছে ছিল কেবল আবু ওমর মিনহাজউদ্দিন রচিত 'তাবক্ত ই-নাসিরি' নামক প্রাচীন পারসিক গ্রন্থ। যেখানে বলা হয় সপ্তদশ অশ্বারোহীর সাহায্যে বখতিয়ার খিলজী বঙ্গবিজয় করেন। তিনি এই সপ্তদশ অশ্বারোহীর সাহায্যে বঙ্গবিজয়ের কাহিনীতে বাঙালীর যে ভীরুতা ও কাপুরুষতার পরিচয় আছে তা মেনে নিতে পারেননি। সেইজন্যই তিনি কল্পনা ও যুক্তির মিশ্রণে বাঙালির এই কলঙ্কমোচনের চেষ্টা করেছেন মৃণালিনী উপন্যাসের। তবে তিনি ইতিহাসকে অস্বীকার করেননি। ফলে চরিত্রগুলি হিন্দু রাজ্য পুনরুদ্ধারে সফল হয়নি। বাঙালির এই পরাজয় তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন ঠিকই, তবে স্বজাতির এই পরাজয় তার স্বজাত্যবোধে বারবার আঘাত হেনেছে। এখান থেকেই তার স্বাদেশিকতার সূত্রপাত বলা যেতে পারে। তিনি মাধবচার্য চরিত্রটি চিত্রায়িত করেছেন একজন আদর্শবাদী ও জাতীয়তাবাদী উদ্যোগী পুরুষ হিসাবে। যার একমাত্র চিন্তা ছিল স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা। অতএব বলা যায় মৃণালিনীতে স্বাদেশিকতার যে বীজ বপন করা হয়, তা অঙ্কুরিত হয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে পরবর্তীকালে তাঁর আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী ও সীতারাম উপন্যাসে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় 'সাম্য' মতের প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরেই সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উঠেছে।[১৪] ১৯৬৬ সালে বঙ্গদেশে আনন্দমঠ-এর বিরুদ্ধে বহ্নি উৎসব হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, সীতারাম, রাজসিংহ, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর ইত্যাদি উপন্যাসকে মুসলিম বিদ্বেষপূর্ণ গ্রন্থ বলা হয়।[১৫] তাঁর মতো জ্ঞানী মনীষীও জাতি বিরোধের অভিযোগের হাত থেকে মুক্ত নয়। তবে সমালোচনাগুলি খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ বা উপন্যাসের বিরুদ্ধে এই ধরনের সাম্প্রদায়িকতার কোনো অভিযোগ সমর্থনযোগ্য নয়। আসলে উগ্র জাতীয়তাবাদের আপাত প্রকাশ হওয়ায় এই ধরনের সমস্যার উদ্রেক হয়েছে। কেবলমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ উঠেছে। বিশেষত কিছু ঐতিহাসিক চরিত্র চিত্রায়নের সময় বিভিন্ন ধরনের বিদ্বেষ মূলক শব্দ তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে বলা যায় ইসলাম

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 697 - 704
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ধর্মের বিরুদ্ধে বা জাতির বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ ছিল না, তবে কিছু শাসক যেমন ঔরঙ্গজেব প্রমূখ, এদের চরিত্র চিত্রণের সময় তিনি বেশ কিছু বিদ্বেষমূলক শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তার অভিযোগ ব্যাক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে; কখনোই সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে নয়। অতএব –

> "আনন্দমঠের তথাকথিত মুসলমান বিদ্বেষ এক্ষেত্রেও কার্যকর হইল না। বঙ্কিম সাহিত্যে এই যে মুসলিমবিদ্বেষের সন্ধান লাভ ইহা নতুন ও আনকোরা কথা। বাস্তবতার সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এরূপ করা হইয়াছে। রাজনৈতিক অভিসন্ধির কাছে সাহিত্যকে নিযুক্ত করিলে পরিশেষে সাহিত্যেরই সর্বাপেক্ষা ক্ষতি হয়।"[১৬]

'হিন্দুত্ব' বলতে তার কাছে মনুষ্যত্ব বা মানবতার প্রতি প্রেম তথা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম। কখনোই শুধুমাত্র একটি ধর্ম বিশেষ নয় বা মুসলিমদের অবজ্ঞা বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়নি। কাজেই তাকে সেই অর্থে সাম্প্রদায়িক বলা যায় না। তার লেখায় হিন্দু মুসলমান মিলে রাষ্ট্র গঠনের কথা পাই। যাকে Hindu-Muslim Solidarity বলা হয়, সেই হিন্দু মুসলমানের ঐ হার্দিক ঐক্য ও আন্তরিক যোগাযোগ ভিন্ন এই খন্ড ভারতে যে এক মহাভারত স্থাপিত হতে পারে না বঙ্কিমচন্দ্র তা উপলব্ধি করেছিলেন। ১৮৮৪-৫ খ্রিস্টাব্দে 'প্রচার'এ প্রকাশিত 'সিতারাম' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, - "তুমি যদি হিন্দু-মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু -মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও ধর্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। সেই একজনই হিন্দু-মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহাকে মুসলমান করিয়াছেন সেও তিনি করিয়াছেন। উভয়েই তাঁহার সন্তান। উভয়েই তোমার প্রজা হইবে।" এই প্রসঙ্গে সুধি নরেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয় লিখেছেন, -

> "বস্তুতঃ তাঁহার দেশপ্রীতি ও দেশধর্ম কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধিজাত নহে। তাঁহার মূলে আছে - সমগ্র জাতির মানুষের প্রতি তাঁহার অনন্যসাধারণ মমত্ব-বোধ ও রক্ত-ধারার প্রতি তাঁহার অপরিমিত শ্রদ্ধা।"[১৭]

তবে গোঁড়া হিন্দু পরিবারে বড় হওয়া বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় হিন্দু ধর্ম বা সনাতন ধর্মের আধিক্য লক্ষ্য করা যাবে এটাই স্বাভাবিক। সেটি ছিল তৎকালীন সমাজের প্রভাব। হিন্দু দেব-দেবী বা মন্দিরের কথা উল্লেখ করলেও কখনোই তিনি অন্য জাতিকে হেও চোখে দেখার কথা বলেননি।

Reference:

১. https://alkama.org/Classicpoems/SwadeshiBhasha.html, 7 March 2025. Bengali. 29 March 2025.
২. Derozio, Henry Louis Vivian. To India-My Native Land. 1828
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খন্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৬৩, পৃ. ৫৩৪
৪. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'ধর্মতত্ত্ব', বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬১, পৃ. ৬৬০
৫. ঐ
৬. ঐ, প. ৬৬১
৭. ঐ
৮. দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ, দার্শনিক এবং বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীভারতী প্রেস, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬১
৯. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমঠ, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খন্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬০, পৃ. ৭২৫
১০. Haldar, M.K. Renaissance and Reaction in Nineteenth Century Bengal. Calcutta: Minerva Press,1977. P. 117

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 77
Website: https://tirj.org.in, Page No. 697 - 704
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা', বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৬১, পৃ. ২৪২
১২. ঐ, ২৪৫
১৩. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬১, পৃ. ৩৩৬
১৪. ভট্টাচার্য, সুপ্রিয়া সেন, উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশ চিন্তা ও বঙ্কিমচন্দ্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ১৯৯৬
১৫. ফজল, আবুল, 'বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা', মানবতন্ত্র। ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৩
১৬. করিম, রেজাউল, বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭
১৭. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'সীতারাম', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ১৯৩৯